Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya

Department of Philosophy

BAGDOGRA, WEST BENGAL

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম সহায়িকা • ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব

ন্যায় দর্শনে প্রমাণ পদ্ধতি
(The Nyāya Theory of Knowledge / Pramāṇa)

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—চতুর্বিধ প্রমাণের স্বরূপ, লক্ষণ ও পরতঃপ্রামাণ্যবাদের এক বিশদ সমীক্ষা

উৎস গ্রন্থ: *An Introduction to Indian Philosophy*
লেখকদ্বয়: ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত
অধ্যায় ৫: The Nyāya Philosophy (পৃষ্ঠা ১৬১–২২৬)

১. ভূমিকা ও ন্যায় জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে মহর্ষি গোতম বা অক্ষপাদ প্রবর্তিত **ন্যায় দর্শন** এক অনন্য যুক্তিভিত্তিক ও বাস্তবতাবাদী ধারা। ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত তাঁদের সুবিখ্যাত গ্রন্থ *An Introduction to Indian Philosophy*-এর পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, ন্যায় দর্শনকে যথার্থই **যুক্তিভিত্তিক বাস্তবতাবাদ (Logical Realism)** বলা যায়। কারণ নৈয়ায়িকগণ কেবলমাত্র অন্ধ বিশ্বাস বা শাস্ত্রীয় নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে কোনো মত গ্রহণ করেন না; বরং নিখুঁত বিচার ও কঠোর জ্ঞানতাত্ত্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে বিষয়ের বাস্তব সত্তা প্রতিষ্ঠা করেন। তাই ন্যায় দর্শনকে 'তর্কশাস্ত্র', 'ন্যায়বিদ্যা' বা 'আন্বীক্ষিকী' (পরীক্ষামূলক আলোচনার বিজ্ঞান) নামে অভিহিত করা হয়।

ন্যায় মতে, মানবজীবনের পরম লক্ষ্য হলো 'অপবর্গ' বা পরম মুক্তি লাভ। আর এই মুক্তি অর্জন সম্ভব সত্যের যথার্থ জ্ঞান বা 'তত্ত্বজ্ঞান' লাভের মাধ্যমে। কিন্তু সৎ বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সঠিক জ্ঞানতত্ত্বের অনুধাবন। ন্যায় শাস্ত্রে জ্ঞানপ্রক্রিয়ার চারটি মূল স্তম্ভ স্বীকার করা হয়েছে:

- **প্রমাতা (Pramātā):** জ্ঞানের কর্তা বা জ্ঞাতা জীবাত্মা।
- **প্রমেয় (Prameya):** জ্ঞানের বিষয় বা যথার্থভাবে জ্ঞেয় পদার্থ (যেমন আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি)।
- **প্রমিতি বা প্রমা (Pramā / Pramiti):** বিষয়ের যথার্থ ও নিঃসংশয় অনুভূতি।
- **প্রমাণ (Pramāṇa):** প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান লাভের বিশ্বস্ত কারণ বা সাধন—"প্রমাকরণং প্রমাণম্"।

২. জ্ঞানের স্বরূপ ও চতুর্বিধ প্রমাণ ব্যবস্থা

চট্টোপাধ্যায় ও দত্ত ব্যাখ্যা করেছেন যে, ন্যায় দর্শনে জ্ঞান বা বুদ্ধিকে বিষয়ের প্রকাশক (Manifestation of objects) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়—যেমন প্রদীপের আলো যেকোনো বস্তুকে উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত করে। জ্ঞান মূলত দুই প্রকার: **স্মৃতি (Memory)** এবং **অনুভব (Presentative experience)**।

পূর্বের কোনো অভিজ্ঞতার সংস্কার থেকে যখন জ্ঞান পুনরুত্থিত হয়, তাকে স্মৃতি বলে। এটি সরাসরি বিষয় থেকে উপস্থিত হয় না বলে একে স্বতন্ত্র 'প্রমা' গণ্য করা যায় না। অপরদিকে, ইন্দ্রিয় বা মাধ্যমের সান্নিধ্যে বিষয়ের যে সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়, তা হলো অনুভব। অনুভব আবার দ্বিবিধ: **প্রমা (যথার্থ অনুভব)** এবং **অপ্রমা (অযথার্থ অনুভব)**।

> "যথার্থানুভবঃ প্রমা, তৎসাধনঞ্চ প্রমাণম্।"
> — অর্থাৎ, বিষয়ের বাস্তব স্বরূপের সাথে যা সঙ্গতিপূর্ণ, নিশ্চিত ও অনধিগত অভিজ্ঞতা, তা-ই প্রমা; আর প্রমা লাভের উপায়ই প্রমাণ।

অপ্রমার মধ্যে রয়েছে সংশয় (Doubt), বিপর্যয় বা ভ্রম (Error) এবং তর্ক (Hypothetical reasoning)। নৈয়ায়িকগণ অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রমাণের দাবি সতর্কতার সাথে যাচাই করে সর্বসম্মতভাবে **চারটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রমাণ** স্বীকার করেছেন—**প্রত্যক্ষ (Perception)**, **অনুমান (Inference)**, **উপমান (Comparison)** এবং **শব্দ (Testimony)**।

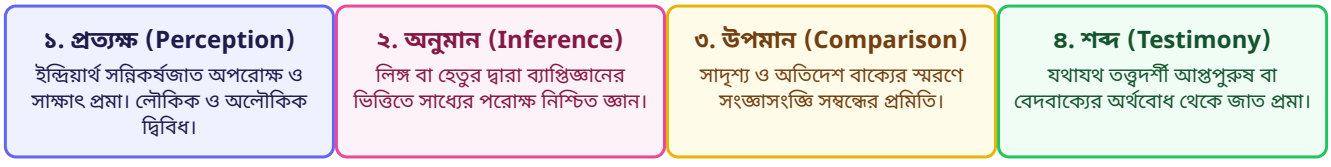

চিত্র ১: ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত চতুর্বিধ প্রমাণের পারস্পরিক শ্রেণিবিভাগ

৩. প্রথম প্রমাণ: প্রত্যক্ষ (Pratyakṣa)

ন্যায় সূত্রকার মহর্ষি গোতম প্রত্যক্ষের ধ্রুপদী লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন: "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকম্ প্রত্যক্ষম্" (ন্যায়সূত্র ১.১.৪)। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষের (যোগাযোগের) ফলে উৎপন্ন যে জ্ঞান—অবাচ্য (শব্দদ্বারা আবদ্ধ নয়), অব্যভিচারী (ভ্রমহীন বা যথার্থ) এবং ব্যবসায়াত্মক (সংশয়হীন ও নিশ্চিত), তা-ই প্রত্যক্ষ।

পরবর্তীকালে নব্যনৈয়ায়িকগণ (বিশেষত গঙ্গেশ উপাধ্যায়) দেখেন যে ঈশ্বর বা যোগীদের অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাই প্রত্যক্ষের আধুনিক ও ব্যাপক সংজ্ঞা হলো—**"সাক্ষাৎপ্রতীতিঃ প্রত্যক্ষম্"** বা জ্ঞানাতিরিক্ত কোনো করণের ওপর নির্ভর না করে যে প্রমিতি সরাসরি উৎপন্ন হয় (জ্ঞানা করণকং জ্ঞানম্)।

লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ:

1. **লৌকিক প্রত্যক্ষ (Ordinary Perception):** ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সাধারণ সন্নিকর্ষ দ্বারা সংঘটিত। এটি দ্বিবিধ:
   - **বহিঃপ্রত্যক্ষ (External):** পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয়জাত—চাক্ষুষ (রূপ), শ্রৌত্র (শব্দ), ঘ্রাণজ (গন্ধ), রাসন (রস) এবং স্পার্শন (স্পর্শ)।
   - **মানস বা অন্তর-প্রত্যক্ষ (Internal):** ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের দ্বারা সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও আত্মসচেতনতার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ।

2. **অলৌকিক প্রত্যক্ষ (Extraordinary Perception):** যখন বিষয় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ সীমায় থাকে না, কিন্তু এক বিশেষ অলৌকিক সন্নিকর্ষের মাধ্যমে সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়। এটি ত্রিবিধ:
   - **সামান্যলক্ষণ (Sāmānyalakṣaṇa):** কোনো একটি ব্যক্তির বিশেষ প্রত্যক্ষকালে তার মধ্যে আশ্রিত 'সামান্য' বা জাতিধর্মকে (যেমন মানুষে 'মনুষ্যত্ব') প্রত্যক্ষ করে সেই জাতীয় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল ব্যক্তিকে অলৌকিকভাবে জানা।
   - **জ্ঞানলক্ষণ (Jñānalakṣaṇa):** পূর্বে অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত কোনো জ্ঞানের সংস্কারে বর্তমান অন্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুর প্রত্যক্ষ হওয়া; যেমন—"চন্দনকাষ্ঠটি সুগন্ধি দেখাচ্ছে" বা "বরফটি শীতল দেখাচ্ছে"। এখানে চক্ষু নাসিকা বা ত্বকের ধর্মকে প্রত্যক্ষ করে।
   - **যোগজ (Yogaja):** যোগসাধনা ও ধ্যানের একাগ্রতা থেকে উৎপন্ন অতিলৌকিক দৃষ্টি, যার মাধ্যমে অতীত, অনাগত, ব্যবহিত বা অতীব সূক্ষ্ম পরমাণুও সাক্ষাৎ উদ্ভাসিত হয়।

প্রত্যক্ষের পর্যায়ভেদ: নির্বিকল্পক, সবিকল্পক ও প্রত্যভিজ্ঞা

বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের প্রথম সংযোগে যখন কোনো নাম, জাতি বা গুণগত বিশেষণ ছাড়া কেবল বস্তুর মূল সত্তাটুকু অস্ফুটভাবে ধরা পড়ে, তাকে **নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ** বলে। যেমন সদ্যোজাত শিশুর প্রাথমিক স্পর্শজ্ঞান। এর পরেই যখন বস্তুটিকে নাম, গুণ ও কর্ম দ্বারা বিশেষিত করে "এটি একটি লাল রঙের পদ্মফুল" রূপে সুনির্দিষ্ট অবধারণ করা হয়, তখন তাকে **সবিকল্পক প্রত্যক্ষ** বলে। পূর্বে দৃষ্ট বস্তুকে পুনরায় চিনে নেওয়ার সচেতন স্বীকৃতিকে বলা হয় **প্রত্যভিজ্ঞা** (Recognition)—যেমন: "ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁকে গতকাল দেখেছিলাম"।

৪. দ্বিতীয় প্রমাণ: অনুমান (Anumāna)

'অনুমান' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'পশ্চাৎ জ্ঞান' (অনু = পরে, মান = জ্ঞান)। অর্থাৎ কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরে অপর কোনো জ্ঞানের উদয়। ড. চট্টোপাধ্যায় ও ড. দত্তের কথায়, কোনো একটি প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান চিহ্ন বা লিঙ্গ দেখে তার সাথে চিরন্তনভাবে যুক্ত কোনো অদৃশ্য বা অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের নিশ্চিত প্রতীতি লাভই হলো অনুমান।

অনুমানের তিনটি পদ (Terms of Inference):

- **পক্ষ (Pakṣa / Minor Term):** যে স্থানে সাধ্যের উপস্থিতি সম্পর্কে অনুমান করা হয় (যেমন—ধূমায়িত পর্বত)।
- **সাধ্য (Sādhya / Major Term):** যাকে প্রমাণ বা অনুমান করা হচ্ছে (যেমন—অদৃশ্য বহ্নি বা আগুন)।
- **হেতু বা লিঙ্গ (Hetu / Middle Term):** যে প্রত্যক্ষ চিহ্নের সহায়তায় সাধ্যের উপস্থিতি প্রমাণিত হয় (যেমন—দৃশ্যমান ধূম)।

ব্যাপ্তি ও ব্যাপ্তিগ্রহের প্রণালী (The Grounds of Induction):

ন্যায় দর্শনে অনুমানের মূল প্রাণ হলো **ব্যাপ্তি (Vyāpti)**। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে বিদ্যমান সার্বিক, অকাট্য এবং উপাধিহীন বা শর্তহীন সহচর্যের সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলা হয়—"নিয়ত অনৌপাধিক সহচর সম্বন্ধঃ ব্যাপ্তিঃ"। যেমন—"যেখানেই ধূম, সেখানেই বহ্নি"।

নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি সুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালী নির্দেশ করেছেন: (১) **অন্বয় (Agreement in Presence):** ধূম থাকলে বহ্নি থাকে; (২) **ব্যতিরেক (Agreement in Absence):** বহ্নি না থাকলে ধূমও থাকে না; (৩) **ব্যভিচারাগ্রহ (Absence of Contrary Instances):** বহ্নিহীন ধূমের কোনো বিপরীত দৃষ্টান্ত না দেখা; (৪) **উপাধিনিরাস (Elimination of Conditions):** কোনো লুক্কায়িত শর্ত (যেমন আর্দ্র জ্বালানি) নেই তা যাচাই করা; এবং (৫) **তর্ক ও সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ:** বিপক্ষ যুক্তির অসম্ভবতা (Reductio ad absurdum) এবং ধূমত্ব ও বহ্নিত্বের মধ্যকার অলৌকিক সার্বিক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষণ দ্বারা ব্যাপ্তি সন্দেহাতীতভাবে সিদ্ধ হয়।

স্বার্থানুমিতি ও পরার্থানুমিতি: পঞ্চাবয়বী ন্যায়

অনুমান দুই প্রকার: নিজের সংশয় নিবারণের জন্য **স্বার্থানুমিতি** এবং অন্যের নিকট যুক্তি প্রদর্শনের জন্য **পরার্থানুমিতি**। পরার্থানুমিতি প্রমাণের জন্য নৈয়ায়িকগণ পাঁচটি সুশৃঙ্খল অবয়ব বা বাক্য সহযোগে পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের প্রয়োগ করেন:

১ম পদ	**প্রতিজ্ঞা (Pratijñā)**	"পর্বতটি বহ্নিমান।" [প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রস্তাবনা]
২য় পদ	**হেতু (Hetu)**	"যেহেতু পর্বতটিতে ধূম রয়েছে।" [লিঙ্গ বা চিহ্নের নির্দেশ]
৩য় পদ	**উদাহরণ (Udāharaṇa)**	"যেখানেই ধূম, সেখানেই বহ্নি, যেমন রন্ধনশালা।" [ব্যাপ্তিবাক্য ও দৃষ্টান্তরোল্লেখন]
৪র্থ পদ	**উপনয় (Upanaya)**	"এই পর্বতটিও সেই বহ্নিব্যাপ্ত ধূমযুক্ত।" [বর্তমান ক্ষেত্রে সার্বিক নিয়মের প্রয়োগ]
৫ম পদ	**নিগমন (Nigamana)**	"অতএব, এই পর্বতটি নিশ্চিতভাবেই বহ্নিমান।" [চূড়ান্ত ও অকাট্য সিদ্ধান্ত]

চিত্র ২: নৈয়ায়িক পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের গঠন ও সিদ্ধান্তের যৌক্তিক পর্যায়ক্রম

অনুমানের অন্যান্য শ্রেণীকরণ:

- **ব্যাপ্তির বিষয়ভেদে:**
  - পূর্ববৎ (*Pūrvavat*): প্রত্যক্ষ কারণ থেকে অপ্রত্যক্ষ কার্যের অনুমান (যেমন—মেঘ দেখে আসন্ন বৃষ্টির অনুমান)।
  - শেষবৎ (*Śeṣavat*): প্রত্যক্ষ কার্য থেকে কারণের অনুমান (যেমন—নদীর প্রবল কর্দমাক্ত স্রোত দেখে অতীতে বৃষ্টির অনুমান)।
  - সামান্যতোদৃষ্ট (*Sāmānyatodṛṣṭa*): কার্যকারণ সম্পর্কহীন কেবল সার্বিক সাদৃশ্যের অনুমান (যেমন—চন্দ্রের স্থান পরিবর্তন দেখে গতির অনুমান)।
- **ব্যাপ্তি নিরূপণের প্রণালীভেদে:** কেবলান্বয়ী (*Kevalānvayī*)—কেবল অন্বয়ী ব্যাপ্তিসম্পন্ন; কেবলব্যতিরেকী (*Kevalavyatirekī*)—কেবল ব্যতিরেকী ব্যাপ্তিসম্পন্ন; এবং অন্বয়ব্যতিরেকী (*Anvayavyatirekī*)—অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত।

৫. হেত্বাভাস: অনুমানের দোষ (Fallacies of Inference)

যেহেতু হেতু বা লিঙ্গের যথার্থতার ওপর অনুমানের প্রামাণ্য নির্ভর করে, সেহেতু হেতুর যেকোনো ভ্রান্তিই অনুমানের সিদ্ধান্তকে অসত্য করে দেয়। হেতুর এই বাস্তব বা বস্তুগত দোষকে ন্যায়শাস্ত্রে **হেত্বাভাস (Hetvābhāsa)** বলা হয়। নৈয়ায়িকগণ পাঁচটি প্রধান হেত্বাভাস চিহ্নিত করেছেন:

1. **সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক (Irregular Middle):** যখন হেতু সাধ্যের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি উভয়ের সাথেই যুক্ত থাকে। যেমন—"সকল দ্বিপদ প্রাণী বুদ্ধিমান, হাঁস দ্বিপদ, অতএব হাঁস বুদ্ধিমান"। এখানে দ্বিপদত্ব বুদ্ধিহীন হাঁসের মধ্যেও উপস্থিত।
2. **বিরুদ্ধ (Contradictory Middle):** যে হেতু সাধ্যকে প্রমাণ না করে সাধ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বা অভাবকে প্রমাণ করে। যেমন—"শব্দ নিত্য, কারণ তা জন্য বা উৎপন্ন"। যা জন্য তা কখনো নিত্য হতে পারে না।
3. **সৎপ্রতিপক্ষ (Inferentially Contradicted Middle):** একটি অনুমানের হেতুকে যদি সমান শক্তিশালী অপর একটি অনুমানের হেতু দ্বারা খণ্ডন করা যায়। যেমন—"শব্দ নিত্য, কারণ তা শ্রাবণ" বনাম "শব্দ অনিত্য, কারণ তা ঘটের ন্যায় কার্য"।
4. **অসিদ্ধ বা সাধ্যসম (Unproved Middle):** যে হেতু নিজেই এখনো অপ্রমাণিত। যেমন—"আকাশকুসুম সুগন্ধি, কারণ এতে পদ্মত্ব রয়েছে"। কিন্তু আকাশকুসুম তো স্বয়ং অবাস্তব ও কল্পনামাত্র।
5. **বাধিত (Non-inferentially Contradicted Middle):** যে হেতুর সাধ্য অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ (যেমন প্রত্যক্ষ) দ্বারা সরাসরি মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন—"অগ্নি শীতল, কারণ তা দ্রব্য"। কিন্তু ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ করি যে আগুন কখনোই শীতল নয়, তা উষ্ণ।

৬. তৃতীয় প্রমাণ: উপমান (Upamāna)

ন্যায় দর্শনের এক অতি মৌলিক অবদান হলো 'উপমান'। উপমান হলো কোনো বস্তুর নামের সাথে তার বাচনিক বিষয়ের সম্বন্ধ নিরূপণের জ্ঞান —**"সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধজ্ঞানম্ উপমিতিঃ, তৎকরণম্ উপমানম্"**।

চট্টোপাধ্যায় ও দত্ত গ্রন্থটিতে সুবিদিত 'গবয়' (*Wild Cow* / নীলগাই)-এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন: এক নগরবাসী যিনি কখনো বন্য গবয় দেখেননি, তিনি কোনো অরণ্যচারী বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে শুনলেন—"গরুর মতো দেখতে একপ্রকার বন্য জন্তু হলো গবয়"। এই উপদেশকে বলা হয় 'অতিদেশ বাক্য'। পরে যখন তিনি অরণ্যে গিয়ে এক গরুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণী দেখলেন, তখন তাঁর মনে পূর্বশ্রুত অতিদেশ বাক্যের সাদৃশ্য-স্মরণ ঘটল। এর ফলে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন—"এই জন্তুটিই নিশ্চয়ই গবয়"। এই প্রমিতি হলো উপমিতি। চার্বাক একে অস্বীকার করেন, বৌদ্ধরা একে প্রত্যক্ষ ও শব্দে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বৈশেষিক ও সাংখ্যরা একে অনুমানের রূপান্তর ভাবেন। কিন্তু ন্যায় প্রমাণ করেছে যে এটি প্রত্যক্ষ, অনুমান বা শব্দ কোনোটিরই সমকক্ষ নয়; এটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক প্রমাণপদ্ধতি।

৭. চতুর্থ প্রমাণ: শব্দ (Śabda)

শব্দ হলো প্রামাণিক বা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির উক্তি—"আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" (ন্যায়সূত্র ১.১.৭)। আপ্তপুরুষ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি কোনো বিষয়ের সত্য যথাযথ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নিঃস্বার্থভাবে অপরের হিতার্থে সেই সত্য প্রকাশ করেন।

শব্দপ্রমাণকে দুটি মানদণ্ডে ভাগ করা যায়:

- **বিষয়ভেদে:** (১) দৃষ্টার্থ (*Dṛṣṭārtha*): প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ইহলৌকিক বিষয় সম্পর্কিত বক্তব্য (যেমন বৈজ্ঞানিকের গবেষণা বা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নির্দেশ); এবং (২) অদৃষ্টার্থ (*Adṛṣṭārtha*): ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সম্পর্কিত বক্তব্য (যেমন পরকাল, পুণ্য, ঈশ্বর বা মোক্ষ)।
- **উৎসভেদে:** (১) লৌকিক (*Secular*): বিশ্বাসযোগ্য সাধারণ মানুষের উক্তি (যা পরীক্ষাসাপেক্ষে সত্য); এবং (২) বৈদিক বা অলৌকিক (*Scriptural*): সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের রচিত বেদবাক্য, যা স্বভাবতই অভ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ।

সার্থক বাক্যার্থবোধের চতুর্বিধ শর্ত:

কোনো বাক্য কেবল শব্দসমষ্টি হলেই তা থেকে প্রমা লাভ হয় না। একটি সার্থক বাক্যের জন্য চারটি অপরিহার্য শর্ত পূর্ণ হওয়া আবশ্যক:

শর্তের নাম	পারিভাষিক তাৎপর্য	লঙ্ঘনজনিত ত্রুটি ও দৃষ্টান্ত
১. আকাঙ্ক্ষা (Ākāṅkṣā)	বাক্যের একটি পদের অর্থ পূর্ণতার জন্য অন্য পদের আবশ্যিক প্রতীক্ষা।	কেবল "আনয়ন কর" বললে অর্থ পূর্ণ হয় না; "ঘট আনয়ন কর" বললে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়।
২. যোগ্যতা (Yogyatā)		

শর্তের নাম	পারিভাষিক তাৎপর্য	লঙ্ঘনজনিত ত্রুটি ও দৃষ্টান্ত
	পদের অর্থসমূহের পারস্পরিক সংগতি ও বাস্তব বিরোধহীনতা।	"অগ্নি দ্বারা সিঞ্চন কর" বললে যোগ্যতা থাকে না, কারণ আগুন শীতল তরল নয়।
৩. আসত্তি বা সন্নিধি (Sannidhi)	শব্দগুলির দেশ ও কালের দিক থেকে সংলগ্নতা বা অবিচ্ছিন্ন উচ্চারণ।	আজ "একটি", কাল "গরু", পরশু "দাও" বললে দীর্ঘ ব্যবধানের জন্য বাক্যার্থবোধ হবে না।
৪. তাৎপর্য (Tātparya)	বক্তার অন্তরের প্রকৃত অভিপ্রায় বা প্রসঙ্গের জ্ঞান।	ভোজনের সময় "সৈন্ধব আনয়ন কর" বললে সৈন্ধব শব্দের অর্থ নুন হবে, ঘোড়া নয়।

৮. প্রামাণ্যবাদ: পরতঃপ্রামাণ্যবাদ ও ব্যবহারিক সংগতি

ন্যায় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য বিষয় হলো **প্রামাণ্যবাদ (Theory of Truth & Validity)** । মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন যেখানে 'স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ' স্বীকার করে, সেখানে ন্যায় দর্শন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে **পরতঃপ্রামাণ্যবাদ (Extrinsic Validity)** প্রচার করে।

ন্যায় মতে, কোনো জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব জ্ঞানের উৎপত্তির সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জন্ম নেয় না (পরতঃ উৎপত্তি), আবার সেই জ্ঞান নিজ হতেই তার যথার্থতা জানতে পারে না (পরতঃ জ্ঞপ্তি)। কোনো জ্ঞানের প্রামাণ্য যাচাই করার একমাত্র পথ হলো বহিরাগত পরীক্ষা এবং **ব্যবহারিক সফল ক্রিয়াকারিত্ব (Pravṛtti-sāmarthya)**।

ড. চট্টোপাধ্যায় ও দত্ত এর চমৎকার বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছেন: যখন কোনো তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি দূরে চকচকে জল দেখতে পান, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ নিশ্চিত হতে পারেন না যে সেটি প্রকৃত জল নাকি মরুভূমির মরীচিকা। তিনি এগিয়ে গিয়ে যখন সেই জল পান করেন এবং তাঁর পিপাসা নিবৃত্ত হয়, তখন সেই সফল ব্যবহারিক ক্রিয়া দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে তাঁর পূর্ববর্তী জলের জ্ঞানটি সত্য ছিল। পক্ষান্তরে, বালুকাকণা পেলে তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হতো। সুতরাং সত্যতা বা মিথ্যাত্ব পরবর্তী অনুমানের ওপর নির্ভরশীল।

৯. উপসংহার

পরিশেষে, ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্তের গভীর আলোচনার আলোকে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ন্যায় দর্শনের প্রমাণপদ্ধতি ভারতীয় দর্শনের জগতে এক কালজয়ী অবদান। আধুনিক পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যার অ্যারিস্টটোলীয় ন্যায়ের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, ন্যায় কেবল চিন্তার আকারগত বৈধতা (Formal validity) নিয়েই তুষ্ট থাকে না; এটি বস্তুগত সত্যতাকেও (Material truth) সমান গুরুত্ব দেয়।

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দের নিখুঁত বিশ্লেষণ কেবল অধিবিদ্যার জটিল প্রশ্নের সমাধান করে না, বরং দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবোধ ও সত্য অনুসন্ধানের এক স্থায়ী দিকনির্দেশক হিসেবে আজও সমান প্রাসঙ্গিক ও অনুকরণীয়।

আকর গ্রন্থ ও সহায়িকা নির্দেশিকা:

১. ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত — *An Introduction to Indian Philosophy* , সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রূপা পাবলিকেশন্স, অধ্যায় ৫: The Nyāya Philosophy (পৃষ্ঠা ১৬১–২২৬)।
২. মহর্ষি গোতম — ন্যায়সূত্র (বাৎস্যায়নের ভাষ্যসহ)।
৩. অন্নম্ভট্ট — তর্কসংগ্রহ (দীপিকাসহ)।
৪. ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত — *A History of Indian Philosophy*, ভলিউম ১, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।